ان الدين عند الله الاسلام

পাক্ষিক

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

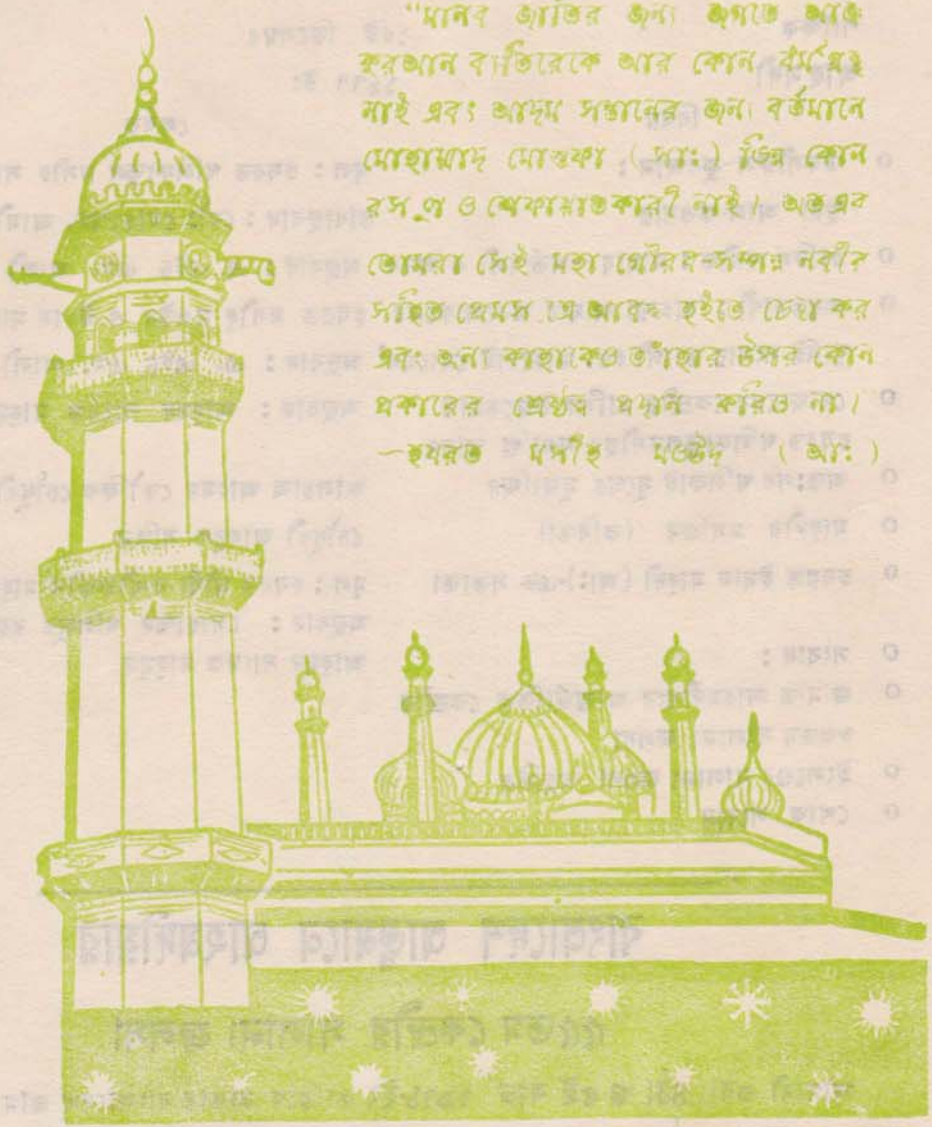

পাক্ষিক আহ্‌মদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মাদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

১৯শে, অগ্রহায়ন, ১৩৮৪ বাংলা : ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং : ৬ঠা মহররম, ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ ইং | ৩১শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃ:
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা:) ভাবানুবাদ : মৌ: মোহাম্মদ, আমীর, বা: আ: আ:	১
০ হাদিস শরীফ : নামায—শর্তাবলী ও অদব	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
০ অমৃতবাণী : 'যাহারা আযাব অবলোকনের পূর্বেই সংসার ত্যাগী হয়, তাহারাই মোমেন'	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ:) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
০ খোদ্দামের কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলিফাতুলমসীহর সমাপ্ত ভাষণ	অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
০ অত:পর খলিফাই যুগের মুজাদ্দিদ	আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	১৩
০ মাহ্‌দীর মসজিদ (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	১৬
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:)-এর সত্যতা	মূল : হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মূদ আহমদ (রা:) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৭
০ সংবাদ :	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২১
০ জামাত আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ৮৬তম সালানা জলসা		
০ ইংলণ্ডের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত		
০ শোক সংবাদ		

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৫তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসা

আগামী ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মার্চ ১৯৭৮ইং তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠানের অনুমোদন দান করিয়া হযরত আমীরুল মোমেনীন সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আই:) ৬ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন যে জলসা সালানার প্রস্তাবিত তারিখ ৩, ৪ ও ৫ই মার্চ ১৯৭৮ইং আল্লাহ্‌তায়ালা মোবারক করুন এবং বেশীরও বেশী সংখ্যায় ভ্রাতা-ভগ্নিদিগকে উহাতে যোগদান করার তওফিক দিন। আমীন।

তেমনভাবে হুজুর (আই:) ঢাকায় নির্মিয়মান কেন্দ্রীয় মসজিদটি যথাশীঘ্র সুসম্পন্ন করার জন্য আহ্বান জানাইয়া দোওয়া করেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদিগকে মসজিদের নির্মাণ-কাজ যথাশীঘ্র সুসম্পন্ন করার তওফিক দান করুন। আমিন।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

২৯শে অগ্রহায়ণ ৩৮৪ বাং : ১৫ই ডিসম্বর ১৯৭৭ ইং : ১৫ই ফাতাহ, ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুনঃ ওজুর বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন। ইসলামের নামাযের পূর্বে ওজু করা বাধ্যকর করিয়াছে। ইহা এবাদতকে পুর্ণ করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। ইহা অভিজ্ঞতার দ্বারা সাব্যস্ত যে, যখন কোন বিষয়ে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হইয়া উহার বিভিন্ন অংশ (নার্ভ) স্নায়ুপ্রান্ত সমুহে গিয়া শেষ হয়, তখন উহার শক্তি লোপ পাইতে থাকে এবং চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় এমন সময়ে যদি অঙ্গ প্রান্তগুলিকে পানির দ্বারা ধৌত করা যায়, তাহা হইলে স্নায়ুগুলি স্নিগ্ধ হইয়া চিন্তাধারা জমাট বাঁধে। ওজুর দ্বারা চিন্তাধারার বিক্ষিপ্ততা দূর হইয়া যায়। পুনঃ শুধু ইহাই নহে যে কেবল ওজুর হুকুম দেওয়া হইয়াছে, বরং নামাযের (অর্থাৎ ফরয নামাযের) প্রথমে এবং শেষে কিছু নফলও রাখিয়াছেন। তিনি নামাযের পরে যিকরে ইলাহীরও তাকিদ দিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা তিনি কেবল নামাযের পূর্বে মনের মধ্যে বাজে চিন্তা আসার পথ বন্ধ করিয়াছেন, তাহাই নহে, বরং পরেও এক সীমা পর্যন্ত মনে অন্য চিন্তার উদ্রেককে রোধ করার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে উহার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন দশটার গাড়ীতে কোথাও যাইতে হইলে আমরা আটটা হইতে উহার চিন্তা আরম্ভ করিয়া দিই। রোযা রাখিলে সুর্য উঠিবার যথেষ্ট সময় পূর্বেই এফতারীর জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিই। একই অবস্থা অন্য কাজের বেলাতেও হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথম কাজের প্রভাব কিছু কাল

পর্যন্ত স্থায়ী হয়. এবং পরবর্তী কাজের ছায়া উহার পুর্ব হইতে মনের উপর আসিয়া পড়ে। সুতরাং নামাযের পূর্বে ওজু এবং পরে নফল ইত্যাদি যদি রাখা না হইত, তাহা হইলে (ফরয) নামাযের প্রথম ভাগের অধিকাংশ পূর্ববর্তী চিন্তাধারার শেষাংশ দ্বারা বিনষ্ট হইত এবং নামাযের শেষাংশ পরবর্তী কাজের উদীয়মান চিন্তাধারার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাইত। এই ক্ষতি দূর করার জন্য আল্লাহতায়া'লা ফরয নামাযের পূর্বে ওজু, সুন্নত ও নফল নামায রাখিয়াছেন এবং ফরয নামাযের পরে কিছু সুন্নত, নফল ও যিকরে ইলাহী রাখিয়াছেন। এই ভাবে তিনি নামায (অর্থাৎ ফরয নামায)-কে অগ্রে ও পশ্চাতে দুই প্রাচীর দিয়া সুরক্ষিত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ তদ্বীর ও সাবধানতা অবলম্বনের পরও যদি কাহারও নামায নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে, ইহা তাহার অপরাধ হইবে। মোট কথা খোদাতায়ালা মানুষের জন্য এই সুযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, সে যেন পার্থিব চিন্তাধারার কবল হইতে মুক্ত হইয়া নামায আদায় করিতে পারে। তিনি সর্বপ্রকার সম্ভাব্য পন্থার দ্বারা এবাদতকে শয়তানী আক্রমণ হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহার মোকাবেলায় হিন্দু এবং খৃষ্টানগণের এবাদত গান বাজনার নামান্তর মাত্র, যাহা কেবল আমোদ প্রমোদ, এবাদত নহে। কতকগুলি অর্থহীন আচারের নাম এবাদত রাখা হইয়াছে। যেমন আমরা দেখি, আগুন জ্বালাইয়া উহাতে তৈল ঢালা হয় এবং যখন অগ্নি শিখা দাউ দাউ করিয়া উর্ধে উঠে, তখন কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। ইহার দ্বারা আত্মার শুদ্ধি কিভাবে হইবে? পক্ষান্তরে سبحان ربی العظیم

অর্থাৎ আমার "আমার মহান রব সর্বপ্রকার দোষ ত্রুটি হইতে পবিত্র" বলিলে অন্তরের পবিত্র হওয়ার সম্বন্ধ নযরে আসে। কিন্তু অগ্নিশিখা দেখিয়া স্বা হা স্বা হা বলিলে আমদের কি উপকার হইবে?

অনুরূপভাবে জরথুস্ত পন্থীগণ সূর্য ও পানির দিকে মুখ করিরা উপসানা করে। যদিও মন্ত্রগুলির মধ্যে কিছু দোওয়া আছে, কিন্তু উপসানার পদ্ধতি শেরকের রংে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহুদীগণের নামাযের মধ্যে সেজদাই নাই এবং উহা কোন বুনিয়াদের উপর স্থাপিত নহে। মোট কথা ইসলামী নামাযে (১) আদবের সকল স্তম্ভকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। (২) ইসলাম এক কেবলা কায়েম করিয়াছে, যাহা একতার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। অপরাপর জাতির মধ্যে এ সব জিনিষ নাই। অবশ্য অপরাপর জাতি যখন সমবেত ভাবে দোওয়া করে তখন জনতা কোনও না কোনও এক দিকে মুখ করিয়া দোয়া করে, কিন্তু সারা দুনিয়ায় বসবাসকারী কোন জাতির দোওয়া করার জন্য বিশেষ কোন কেন্দ্রের দিকে মুখ

করার নিয়ম নির্ধারিত নাই, যেদিকে সকলকে মুখ করিতে হইবে। সেই জন্য তাহাদের মনে এ অনুভূতি জাগে না যে, দুনিয়ার সর্বত্র তাহাদের জাতির সকলে তাহাদিগের সহিত দোওয়ায় শামিল আছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে আফ্রিকাবাসী পূর্ব দিকে মুখ করে, ইউরোপবাসী দক্ষিণ দিকে মুখ করে, ইরানীগণ উত্তর দিকে মুখ করে, হিন্দুস্থানবাসী পশ্চিম দিকে মুখ করে। এই ভাবে দুনিয়ার মুসলমান সকলে এক কেন্দ্রের দিকে মুখ করে যেমন কোন এক পুজা মণ্ডপে উপস্থিত হিন্দুরা প্রতিমাকে ঘিরিয়া উহার দিকে মুখ করে। কিন্তু ইহুদী, খৃষ্টান এবং হিন্দুগণ যেদিকে ইচ্ছা মুখ করিয়া থাকে। কেহ উত্তর দিকে মুখ করে, কেহ দক্ষিণ দিকে মুখ করে, কেহ পূর্ব দিকে মুখ করে, কেহ পশ্চিম দিকে মুখ করে, কাহারও চেয়ার এক দিকে স্থাপিত হয় এবং কাহারও আর এক দিকে। পাদরী যখন দোওয়া করে, তখন কতক লোক ডাইনে থাকে, কতক বামে, কতক প্রতিনিধি ও সাহায্যকারী তাহার পিছনে খাড়া হয়। কেহ পানি লইয়া খাড়া হয় এবং কেহ প্রদীপ লইয়া খাড়া হয়। মোট কথা তাহাদের মনে একতা ও ঐক্যের ভাবের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু সারা দুনিয়ার মুসলমান, পূর্বদেশেরই হউক অথবা পশ্চিমের, দক্ষিণের হউক অথবা উত্তরের তাহারা মনে মনে ইহা অনুভব করে যে, তাহারা যেখানেই থাকুক সকলে এক কেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া খাড়া আছে। ইহা একতার এক বড় পন্থা, যদি মুসলমানগণ ইহা হইতে ফায়দা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে ইসলাম সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, কেবলার নিজস্ব কোন মহিমা নাই এবং এত দ্বারা শেরকের পথকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله

"আল্লাহতায়ালার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর। যেদিকেই তোমরা মুখ করিয়া নামায পড়, সেই দিকেই তোমরা আল্লাহকে পাইবে।" (সুরা বকর রুকু-১৪)। সুতরাং এবাদতকে ইসলাম ধর্ম এরূপ পূর্ণতা দান করিয়াছে যে, অপর কোন ধর্মে এরূপ নাই। ইহা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের এক বড় প্রমাণ।

(৪) ইসলামী এবাদতের মধ্যে জামাতের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ধর্মের মূল। মানুষের জীবন দুই ভাগে বিভক্ত। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত। ধর্ম, রাজনীতি, জাতিয়তা, নৈতিকতা, কৃষ্টি ইত্যাদি সকল বিষয়ে জীবনের উভয় অঙ্গের প্রতি নজর রাখা জরুরী। নচেৎ মানব সমাজ খারাপ হইয়া যাইবে। যে সব জাতি রাজনীতি পরিচালনায় সমিষ্টিগত গণ-জীবন ও উহার দায়িত্বকে উপেক্ষা করিয়াছে তাহারা দুর্বল হইয়া গিয়াছে। আবার যে সব জাতি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় মেশিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ রূপে গণ্য করে, তাহারও

জাতীয় উন্নতির পথকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। যথা—কমিউনিষ্ট সমাজ। প্রকৃত এবং উন্নতির পদ্ধতি হইল সদা ব্যক্তি এবং সমষ্টি, উভয়ের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলা। ধর্মেও এই পদ্ধতি সফল এবং মঙ্গলজনক হয়। একমাত্র ইসলাম ধর্ম এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। ধর্মজগতে ইসলাম সর্ব প্রথম ধর্মের মধ্যে সমষ্টির স্পিরিটকে এক নির্ধারিত এবং সম্মানজনক মর্যাদা দান করিয়াছে। যথা—নামায পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি খৃষ্টানগণ গির্জায়, হিন্দুগণ মন্দিরে এবং শিখগন গুরুদুয়ারায় উপসানা ও পূজাদির জন্য সমবেত হয়। কিন্তু ইসলামী নামাযে মুসলমানগণকে যেভাবে ঐক্যের রংে রঞ্জিত করা হইয়াছে, উহা কোন জাতির এবাদতের পদ্ধতির মধ্যে পাওয়া যায় না পুনঃ তাহাদিগের মধ্যে জামাতে যোগদান করা ফরয নহে। তাহাদিগের বিধান এ কথা বলে না যে, এবাদতের জন্য যে জামাতে শামিল হইবে না, সে গুনাহগার হইবে। কিন্তু ইসলামে বাজামাত নামাযকে ফরয করা হইয়াছে এবং অক্ষম ব্যক্তিবর্গ ছাড়া সকলের জন্য জামাতে শামিল হওয়াকে বাধ্যকর করা হইয়াছে। বর্তমানে অবশ্য মুসলমানগণের মধ্যে গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহারা নামাযের জন্য মসজিদে কম আসে কিন্তু প্রশ্ন আমলের নহে, প্রশ্ন ইসলামী শিক্ষার উহা এই শিক্ষা দেয় যে বাজামাত নামায ফরয। প্রত্যেক মুসলমান তাহার কমজোরী সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করে যে, বাজামাত নামায ফরয। সুতরাং নামায এবং অপরাপর ধর্মের এবাদতের মধ্যে ইহা এক উল্লেখযোগ্য প্রভেদ যে ইসলাম বাজামাত নামাযকে ফরয নির্ধারিত করিয়াছে, কিন্তু অপরাপর ধর্ম তাহা করে নাই। ইহা ব্যক্তির মর্জির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে সে এবাদতে যোগদান করিবে বা করিবে না। পুনঃ আমাদের নামাযের জন্য যেমন দিনে রাতে অনেকগুলি সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে অন্য কোন ধর্মে ইহার দৃষ্টান্ত নাই যেমন (১) সূর্য উঠিবার পূর্বে নামায আছে, (২) সূর্য মাথার উপর হইতে চলিয়া গেলে নামায আছে (৩) সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে নামায আছে (৪) সূর্য অস্ত যাইবার পরে নামায আছে (৫) এবং রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে নামায আছে। এই পাঁচ নামাযই বাধ্যকর। এ নহে যে এই নামাযগুলি আদায় করা ব্যক্তির মর্জির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। দৈনন্দিন এতবার নামাম এবং বাজামাত পড়িবার আদেশ আর কোন ধর্মে আছে? এখন মুসলমানগণ যদিও ধর্মহীন হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখন যে অল্পসংখ্যক মুসলমান মসজিদে আসে যদি তাহাদের এক বছরের নামাযকে একত্রে জমা করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র খৃষ্টান জাতির দশ বছরের এবাদতের চেয়েও

বেশী হইবে। যদি ৪০ কোটী মুসলমানের মধ্যে ২ কোটী মুসলমান দৈনিক নামায পড়ে, তাহা হইলে তাহারা দৈনিক পাঁচ বারে দশ কোটী নামায পড়ে। সপ্তাহে তাহারা ৭০ কোটী নামায পড়ে এবং এই ৭০ কোটী নামায বাজামাত হইয়া থাকে। খৃষ্টানগণের মধ্যে শত করা ২/৪ জন উপাসানা করে। ভারতে তাহারা বেশী উপাসানা করে লোকদের দেখাইবার জন্য। কিন্তু ইউরোপে শতকরা ২ জনও পড়ে না। বড় বড় গীর্জায় মাত্র ৪/৫ জন উপসানাকারী উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহাদের গড়পড়তা যদি শতকরা ৫ জন করিয়াও ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সপ্তাহে তাহাদের ৫ নামায হয়। ইহার মোকাবেলায় কেবল একজন মুসলমান ৫×৭=৩৫ নামায পড়ে। এই হিসাবে শতকরা ৫ জন মুসলমানের এক সপ্তাহে ৫×৭=১৭৫ নামায হয়। এতদ্বারা মুসলমান এবং খৃষ্টানদের এবাদতের মধ্যে কত বড় প্রভেদ দেখা যাইতেছে। শতকরা যেখানে ৫ জন ইহুদী সপ্তাহে এক নামায পড়ে এবং শতকরা পাঁচজন মুসলমান সপ্তাহে ১৭৫ নামায পড়ে। যদি খৃষ্টান ও মুসলমানগণের সংখ্যা সমান হইত, এবং উভয়ের বাজামাত উপসনাকারীর হার একই হইত (যদও ইহা নহে) তাহা হইলে মুসলমানগণ খৃষ্টানগণ অপেক্ষা ১৭৫ গুণ বেশী নামায বাজামাত পড়িত। হিন্দুদের সমবেত হইয়া উপসানার সংখ্যা খৃষ্টানদের তুলনাতেই তো নগণ্য, মুসলমানগণের সহিত তাহাদের তুলনার প্রশ্নই উঠে না। জরথুস্তগণের পাদরী সমুদ্রের তীরে গিয়া যথসামান্য দোওয়া করিয়া লয়। সুতরাং ইসলাম ধর্মে যে নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে, উহার মোকাবেলায়, অপর সকল ধর্মের উপাসনা নগণ্য। খৃষ্টানগণের মধ্যে তো এখন সপ্তাহিক নামাযও প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পাদরী মাঝে মাঝে এলান করেন অমুক দিন গির্জায় গান হইবে। তখন কিছু সংখ্যক লোক গির্জায় উপস্থিত হয়। কিন্তু মুসলমানদের ইমাম নীরবতার সহিত মসজিদে উপস্থিত হন। যাহারা নামায পড়ে তাহারাও হাজির হয়, এবং বাজামাত নামায হইয়া যায়। যদিও ইহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই যে, মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নামায পড়ে না, কিন্তু অন্যদের মোকাবেলায় নামাযীর সংখ্যা কম নহে বরং তুলনায় বহুগুণ বেশী। সুতরাং ইসলাম ধর্ম জামাতের যে বুনিয়াদ কায়েম করিয়াছে, এবং যদ্বারা উহা জাতীয় একত্ববোধকে কায়েম করিয়াছে, দুনিয়াতে ইহার কোন নযীর নাই। (ক্রমশঃ)

---

০ মোহাম্মাদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দ্বীপ্তি।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ।।
['ফারসী দুররে সমীন' —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

হাদিস শরীফ

২৫। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৩১) হযরত মুগিরাহ্ বিন্ শোয়্বাহ্ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন: "এক রাত্রি সফরে আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পানি আছে কি?' আমি নিবেদন করিলাম: 'জি হুজুর আছে' তিনি ঘোড়া হইতে নামিলেন। অন্ধকারের মধ্যে এত দূরে গেলেন যেখান হইতে তাঁহাকে দেখা যাইত না। বাহ্য প্রস্রাব করিবার পর তিনি ফিরিলেন এবং অযু করিতে লাগিলেন। আমি লোটা দিয়া পানি দিতে লাগিলাম। মুখ ধুইবার পর, যখন তিনি হাত ধুইতে লাগিলেন, তখন পিরহণের আঁট আস্তীন পিছনে সরান গেল না। তিনি পিরহাণের মধ্য হইতে হাত বাহির করিয়া ঐগুলি ধুইলেন। তারপর মাথা মুছিলেন। পায়ে তাঁহার মোজা পড়া ছিল। আমি তাঁহার মোজা খোলার জন্য ঝুঁকিলাম। তিনি ফরমাইলেন: "থাকিতে দাও। আমি ইহাদের উপরে 'মুসাহ্' করিব। কারণ আমি পা ধুইয়া এগুলি পড়িয়াছিলাম।" ['বুখারী,' কেতাবুল লেবাস, ২ : ৮৬৩ পৃঃ]

(১৩২) হযরত যার্ বিন্ হুবায়েশ রাযি আল্লাহ্ আনহু বলেন, তিনি সাফওয়ান বিন্ আস্সালের (রাযিঃ) নিকট মোযার উপর মুসাহ্ করা সংক্রান্ত মসলা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন। হযরত আফওয়ান (রাযিঃ) বলিলেন: 'যার্, কেমনে আসিলে?' আমি বলিলাম: 'জ্ঞানার্জনের জন্য আসিয়াছি'। তিনি বলিলেন: "বিদ্যার্থী, জ্ঞান অন্বেষকের জন্য ফেরেশতা তাহাদের পাখা বিছাইয়া দেন এবং তাহাদের এই জ্ঞান অন্বেষণের দরুণ অনেক খুশি হন'। ইহাতে আমি বলিলাম: প্রস্রাব, পায়খানার পরে ওযু করিবার সময় মোযার উপর 'মুসাহ্' করা সংক্রান্ত মছলায় আমার দেলে খটকা বাঁধে। আপনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবী। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি এ সম্বন্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে কোনো কথা শুনিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন 'হাঁ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইতেন যে, আমরা 'মকীম' হইলে (নীজ বাসস্থানে থাকিলে) এক দিন এক রাত এবং সফরে হইলে তিন দিন তিন রাত আমাদের মোযা পরা রাখিতে পারি। প্রস্রাব পায়খানা করা যাইবে। ঘুমান যাইবে। অবশ্য যদি কেহ স্ত্রীগমন করে এবং তাহাকে গোসল করিতে হয়, তবে মোযা খুলিবে।" অতঃপর, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আগ্রহ, আকাঙ্খা, আন্তরিকতা ও প্রেম সম্পর্কিত কোনো কথা শুনিয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, 'হাঁ, আমরা এক সফরে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এক গ্রাম্য ব্যক্তি উচ্চৈস্বরে 'মোহাম্মদ' (সাঃ) বলিয়া ডাকিল। তিনি (সাঃ) অনুরূপ স্বরে উত্তর দিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, 'সর্বনাশ, তুমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হুযুরে আদব মানিয়া চলিবে। আস্তে বলিবে। কারণ, আল্লাহতায়ালা এই দরবারে উচ্চৈস্বরে কথা বলা নিষেধ করিয়াছেন।' গ্রাম্য লোকটি বলিল, 'খোদার কসম, আস্তে কথা বলিব না।' অতঃপর সে বলিল: 'এই বান্দাহ আপনাদিগকে ভালবাসে। কিন্তু আপনাদের মত হইতে পারে নাই। অর্থাৎ, এইরূপ ভাগ্য আমার হয় নাই।' ইহাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষ তাহারই সঙ্গে থাকিবে যাহাকে সে ভালবাসে।"

['তিরমিযি", কেতাবুদ-দাওয়াত', বাবু মা জায়া ফি ফযিলতেত-তাওবাহ্,' ১৯২ পৃ:]

(১৩৩) হযরত আয়শা রাযি আল্লাহ আন্হা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইলে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন: মিসওয়াক করিবে। মুখ পরিষ্কার হইবে, পবিত্র হইব এবং আল্লাহতায়ালা সন্তুষ্ট হইবেন।"

['নেসায়ী', বাবুৎ-তারগীবে ফিস-সেওয়াক,' ১ : ৩ পৃ:]

(১৩৪) হযরত আনাস রাযি আল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আমি তোমাদিগকে মিসওয়াকের অত্যাধিত তাকিদ করি।" ['বুখারী,' 'কেতাবুল্ জুময়া,' 'বাবুস সেওয়াক ইওমাল জুমুয়া,' ১ : ১২ পৃ:]

(১৩৫) হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযি আল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যদি আমার উম্মুতের উপর ভার এবং তাহাদের জন্য মুশ্কিল হওয়ার আশঙ্কা না হইত, তবে আমি আদেশ করিতাম যে, প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করিবে।"

['বুখারী,' 'কেতাবুল-জুমুয়াহ,' বাবুস্ সেওয়াকে ইয়াউমাল জুমুয়া,' ১ : ১২২ পৃ:]

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)
— এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

যাঁহারা আযাব অবলোকনের পূর্বেই সংসার ত্যাগী হওয়া সপ্রমাণ করিবেন, খোদাতায়ালার নিকট তাহারাই প্রকৃত মোমেন।

দৈব-দণ্ড প্রত্যক্ষ করিবার পর ঈমান আনায় কোনো লাভ হইবে না এবং সদকা খয়রাত সম্পূর্ণ নিস্ফল হইবে।

ওসিয়তের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :

"স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিপদাবলীর কাল সন্নিকট এবং একটি ভিষণ ভূমিকম্প, যাহা ভূ-পৃষ্ঠ উলট পালট করিবে, তাহাও নিকটবর্তী। সুতরাং যাঁহারা আযাব অবলোকনের পূর্বেই সংসার ত্যাগী হওয়া সপ্রমাণ করবেন এবং ইহাও প্রমাণিত করিবেন যে, কিরূপে তাঁহারা আমার আদেশ পালন করিয়াছেন, খোদাতা'য়ালার নিকট তাঁহারাই প্রকৃত মোমেন। তাঁহারাই খোদাতা'য়ালার অগ্রগামী ও শীর্ষস্থানীয় বলিয়া লিখিত হইবেন। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, সেই যামানা সন্নিকট, যখন কোন মোনাফেক সংসার প্রেমে মত্ত হইয়া এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে দৈবশাস্তি কালে আক্ষেপের সহিত বলিবে "হায়, যদি আমি স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি খোদার পথে উৎসর্গ করিয়াও এই দণ্ড হইতে রক্ষা লাভ করিতাম।" স্মরণ রাখিও, এই দৈব-দণ্ড প্রত্যক্ষ করিবার পর ঈমান আনায় কোন লাভ হইবে না এবং সদকা খয়রাত সম্পূর্ণ নিস্ফল হইবে। দেখ, আমি তোমাদিগকে অতি নিকটবর্তী আযাব সম্বন্ধে সংবাদ দিতেছি। প্রত্যেকেই নিজের জন্য সত্বর সেই পাথেয় সঞ্চয় কর, যেন কাজে আসে। আমি ইহা চাহিতেছি না যে, তোমাদের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করি ও আত্মসাৎ করি ; বরং তোমরা ধর্ম প্রচারের জন্য একটি আঞ্জুমানের হস্তে তোমাদের অর্থ সমর্পন করিবে ও বেহেশতী জীবন লাভ করিবে। এমন অনেকেই আছে যে, তাহারা সংসার প্রেমে মত্ত হইয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করিবে, কিন্তু, সত্বর তাহারা পৃথিবী হইতে বিচ্ছন্ন হইবে। তখন, শেষ মুহূর্তে বলিবে :

هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ٥

(ইহাই তাহা, যাহা পরম করুণাময় দাতা, রহমান আল্লাহ্ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রসুলগণ সত্য বলিয়াছেন) "

(আল-ওসিয়ত, পৃ : ৪৪-৪১)

খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সালানা ইজতেমায় হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

সমাপনী ভাষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের বর্ত্তমান যুগ-আবর্তনের বুনিয়াদী চাহিদা ও তাকিদ এই যে, আমাদের মধ্যে যেন পূর্ণ ঐক্য এবং আমাদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর মধ্যে যেন পূর্ণ একাগ্রচিত্ততা বজায় থাকে।"

"এই চাহিদা ও তাকিদের পূর্ণ বাস্তবায়ন একমাত্র খেলাফতের সেই চিরস্থায়ী আসমানী নেযাম (ব্যবস্থা) দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, যে খেলাফত নেযামের মাধ্যমে এখন 'তাজদীদে-দ্বীন' বা ধর্মের সংস্কার কার্যের সম্পাদন নির্ধারিত হইয়াছে।"

রবওয়া—৬ই নভেম্বর, বিকাল সাড়ে তিন ঘটিকায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) খোদ্দামের কেন্দ্রীয় সালানা ইজতেমায় প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী তাঁহার সারগর্ভ ও ঈমানবর্দ্ধক সমাপ্তি ভাষণ আরম্ভ করেন। তখন সুবিশাল সভাস্থল খোদ্দাম, আতফাল ও আনসারে ভরিয়া গিয়াছিল। হুজুরের পবিত্র ভাষণ সংক্ষেপাকারে নিম্নে প্রদত্ত হইল:

হুজুর সর্বপ্রথম এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন যে এই সালানা ইজতেমাতে তিন বৎসরের বিরতি সৃষ্টির কারণে এবং কিছুটা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক কর্মীগণের শৈথিল্যের জন্য এ বৎসরের ইজতেমায় যোগদানকারী মজলিস মমূহের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কম হইয়াছে। ১৯৭৩ সনের শেষে অনুষ্ঠিত ইজতেমাতে ৫৪৬টি মজলিস অংশগ্রহণ করিয়াছিল অথচ এ বৎসর উহাদের সংখ্যা মাত্র ৪৯৩। হুজুর বলেন যে, আগামী বৎসর যেন এইরূপ না হয়। আমাদের পদক্ষেপ সর্বাবস্থায় সদা সম্মুখেই আগাইয়া যাওয়া উচিত।

অতঃপর আতফাল ও নাসেরাতের উপর ন্যাস্ত ওক্‌ফে জদীদের চাঁদার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহার ওশুলীতেও যথেষ্ট পরিমাণ কমী লক্ষ্য করা যাইতেছে। যেহেতু আতফালের নিকট হইতে উক্ত চাঁদা গ্রহণের দায়িত্বভার খোদ্দামুল আহমদীয়ার উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে, সেইহেতু এ দিকেও তাহাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার।

মহান রুহানী বিপ্লবাত্মক যুগ-আবর্তনের দুইটি বুনিয়াদী তাকিদ ঃ

অতঃপর হুজুর (আইঃ) বলেন, উদ্বোধনী ভাষণে যেমন বলিয়াছিলাম যে, সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দ্বারা অভ্যোত্থিত রুহানী বিপ্লব যামানার দিক দিয়া উহার দ্বিতীয় যুগ আবর্তনে চরম উন্নতির সেই সকল পর্যায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যে সকল পর্যায় সম্পর্কে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম শুভ সংবাদ দান করিয়াছিলেন এবং যে সম্বন্ধে কুরআন করীম ليظهره على الدين كله —আয়াতে উল্লেখ করিয়াছে। "আলাদ্দীনে কুল্লিহি'-এর অর্থ শুধু সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তারই নয় বরং সেই যাবতীয় 'ইজম'ও ইহার অন্তর্ভুক্ত, যাহা মানব-মস্তিষ্ক ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতিমালার আকারে বর্তমান যুগে তৈরী করিয়াছে, যেমন সমাজতন্ত্র ইত্যাদি।

এই যাবতীয় ইজমের উপরও ইসলাম জয়যুক্ত হইবে এবং এই বিজয় রসুল করীম (সাঃ)-এর শুভ সংবাদ অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগেই অবধারিত, যখন সমগ্র জগৎ উম্মতে ওয়াহেদা তথা একমাত্র মণ্ডলিতে পর্যবসিত হইয়া ইসলামের পতাকার নীচে একত্রিত হইবে। অন্য কথায়, আজ হইতে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের মাধ্যমে যে মহান রুহানী বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, উহার অগ্রযাত্রা এখন উহার চরম ও চূড়ান্ত উন্নতির যুগে পাদার্পন করিয়াছে। এই যুগের দুইটি বুনিয়াদী দাবী ও চাহিদা এই যে, (১) আমাদের সর্বস্তরে যেন সকল দিক দিয়া পূর্ণ ও অটুট ঐক্য কায়েম থাকে, যে ঐক্যে কোনো প্রকারের বিঘ্ন বা ফাটল সৃষ্টি না হইতে পারে ; (২) এই যুগে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারে যে সকল পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, সেগুলিতেও যেন পূর্ণ ঐক্য ও একাগ্রচিত্ততা বজায় থাকে। যেহেতু সারা জগতকে উম্মতে ওয়াহেদায় পরিণত করিয়া ইসলামের পতাকার নীচে একত্রিত করা এক অতি মহান কাজ, এবং ইহা নিষ্ট ও অনিষ্ট, হিত ও

অহিতের মধ্যে চরম ও চূড়ান্ত সংগ্রাম, সেইহেতু যুক্তিগতভাবেই শয়তান ইহাকে বাধাদানের জন্য তাহার সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করিবে এবং তাহার কৌশল ও প্রচেষ্টাবলীকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার জন্য জরুরী, আমরাও যেন পূর্ণ ঐক্য ও একাগ্রচিত্ততার সহিত আমাদের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ সমূহকে কার্যে রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করি।

খেলাফতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব ঃ

হুজুর বলেন, এই সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচীকে পূর্ণ একাগ্রতা ও লক্ষ্যস্থিরতার সহিত প্রস্তুত ও প্রবর্ত্তনকারী স্বত্তা হইল খেলাফত, যাহার একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহাকে খোদাতায়ালা কায়েম করিয়াছেন এবং ইহার সাহায্য ও সমর্থনের ওয়াদা তিনি স্বয়ং দান করিয়াছেন। খেলাফতের রুহ ও প্রাণবস্তু হইল এই যে, জামাত এবং খলিফা একটি অভীন্ন স্বত্তার দুইটি নাম এবং দুইটি একত্র হইয়া একমাত্র স্বত্তায় পরিণত হয়। খেলাফত আপনাদের সকল দুঃখ ও দৈন্য মোচনের উপায়। ইহার দ্বারা আপনাদের জন্য দিবারাত্র দোওয়া সাধিত হয়। আপনাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণের জন্য তদ্বীর করা হয়। এবং অন্য দিকে জামাত দোওয়া এবং কুরবানীর দ্বারা খেলফতের সহিত সহযোগিতা করে। একটি আঙ্গুলি যেমন ব্যথিত হইলে সমস্ত দেহ উহাতে প্রভাবিত হইয়া থাকে, তেমনই খেলাফত এবং জামাতের অবস্থা।

খেলাফতের দ্বারা ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে মহান পরিকল্পনা সমূহ প্রবর্ত্তন করা হইতেছে হুজুর (আঃ) উহাদের কথা উল্লেখ করার পর হুজুর বলেন যে, ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের মহান অভিযানের অগ্রযাত্রাকে বাধাদানের জন্য শয়তানী আক্রমণসমূহের বুনিয়াদীভাবে দুইটি অংশ রহিয়াছে : (১) আভ্যন্তরীণ—জামাতের ভিতরে বিচ্ছেদ ও মতভেদ এবং বদ আকীদা সৃষ্টির প্রয়াস ; (২) ইসলামের বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলিকে উত্তেজিত করণ এবং তাহাদিগকে ইসলামের মোকাবেলা করার জন্য উস্কানি দান।

হুজুর (আইঃ) জামাতের মধ্যে আভ্যন্তরীণ মতভেদ এবং বদ আকিদা সৃষ্টির প্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ করেন যে, কতক মুনাফেক প্রকৃতি সম্পন্ন লোক প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আগমন সংক্রান্ত হাদীসকে সম্বল করিয়া জামাতের মধ্যে মতভেদ ও বদ আকীদা ছড়াইতে চায়। অথচ তাহারা ইহাতে কখনও সফলকাম হইবে না এবং আমাদের জামাতও কখনও এইরূপ লোকদের ধোকায় পড়িবে না।

হুজুর বলেন যে, কুরআন মজীদ ও নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস এবং পূর্ববর্তী কিতাব-সমূহেও প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে শুভ সংবাদ সমূহ দেওয়া হইয়াছে।

তৎসঙ্গে উহার বহু আলামত ও চিহ্নও সবিস্তারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার কার্যাবলীর উপরও আলোকপাত করা হইয়াছে। কিন্তু মুজাদ্দিদের কোন আলামত বা চিহ্ন বলা হয় নাই।

হুজুর কিছুটা বিস্তারিতভাবে উক্ত হাদিসের প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্টাক্ষারে ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম যাহা কিছুই বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদেরই কোন না কোন আয়াতের তফসীর বা ব্যাখ্যা বিশেষ। মুজাদ্দিদ শব্দটি কুরআন শরীফের কোথায়ও বিদ্যমান নাই। প্রকৃতপক্ষে মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) আগমন সংক্রান্ত হাদিসটির তফসীর বা ব্যাখ্যা (সুরা নূরের) আয়াতে এস্তেখলফেই অন্তর্নিহিত আছে। উহার মধ্যেই খেলাফতের সহিত 'তাজদীদে-দ্বীন' বা ধর্ম-সংস্কারকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর খেলাফত যেহেতু চিরস্থায়ী, সেইহেতু খেলাফতের গণ্ডী ও পরিধির বাহিরে কোন মুজাদ্দিদ হইতে পারেন না। জতজন মুজাদ্দিদই হইবেন, তাঁহারা সকলই খেলাফতের অনুবর্তী হইবেন।

পরিশেষে হুজুর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বয়ানকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উদ্ধৃতি সমূহের আলোকে বলেন যে, এই মানব-জগতে সহস্র সহস্র আদম আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং প্রত্যেক আদমের যুগ-আবর্তন সাত হাজার বৎসরকাল ব্যাপী হইয়া থাকে। আমরা এখন আমাদের আদমের যুগ-আবর্ত্তনের সপ্তম হাজারে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই যুগ মসীহ মওউদের যুগ, যাহা সার্বিক কল্যাণ ও বরকতের এবং ইসলামের প্রাধান্য লাভের যুগ। সেইজন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) নিজেকে হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পবিত্র করণ শক্তির কল্যাণে 'মুজাদ্দিদে-আলফে-আখের' (অর্থাৎ শেষ হাজার বৎসর কালের মুজাদ্দিদ) এবং খাতামুল-খুলাফা' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কেননা, তিনি রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সব চাইতে বড় আশিক (প্রেমিক) ও মাহবুব (প্রিয়) ছিলেন। 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ও আলা আলে মাহাম্মা-দেন, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'। (আল-ফজল,' ৭ই নভেম্বর ১৯৭৭ ইং)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

"তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত (খেলাফত) দেখাও প্রয়োজন এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ, উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না, কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।" [আল-ওসিয়ত—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

অতঃপর খলিফাই যুগের মুজাদ্দিজ

—আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে তাঁর তিরোধানের পর মাত্র ত্রিশ বছর কাল খিফাফত এই উম্মতে বিদ্যমান থেকে সাময়িকভাবে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন, "আল খিলাফাতু ছালাছুনা ছানাতান ছুম্মা তাকুনু মুলকান" (মেশকাত), অর্থাৎ ত্রিশ বছরকাল খেলাফত চালু থাকার পর রাজতন্ত্র শুরু হবে। "ছুম্মা তাকুনু খিল'ফাতুন আলা মিনহাজিন নাবুওত ছুম্মা ছাকাত" (মেশকাত)। 'এরপর আবার নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন।' এই হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে নবুওতের পর মাত্র ত্রিশ বছর কাল খিলাফতের পদ্ধতি চালু থাকার পর রাজতন্ত্র শুরু হয়ে তা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শাসনের মধ্য দিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সুরা নুরের আয়াতে ইস্তেখলাফের ওয়াদা অনুযায়ী পুনরায় নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আয়াতে ইস্তেখলাফের প্রতিশ্রুতি যে ইমাম মাহ্দীর দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে তা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অনেকেই স্বীকার করেছেন। যেমন, "কালা নাজালাত ফিল মাহ্দী" (বিহারুল আনওয়ার, জিলদ ১৩ পৃঃ ১৩)। মওদুদী সাহেবও কামেল মোজাদ্দেদ ইমাম মাহ্দীকে নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠাতাকারী বলে উল্লেখ করেছেন (তাজদিদ ও এহ্ইয়ায়ে দিন)। ঐ খিলাফাত "তা'মালু ফিন নাছে বি ছুন্নাতিন্নাবী (মেশকাত) অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই খিলাফত মানব জাতির মধ্যে নবীর ছুন্নত অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করবে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে নবানবী (সাঃ) এই খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর আর নুতন কোন পদ্ধতির উল্লেখ করেন নি বরং সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন। অবশ্য আমরা জানি যে আবু দাউদের হাদীসে প্রতি শতাব্দীতে মোজাদ্দিদ আগমনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে। যথা, 'আলা রাছে কুল্লে মিয়াতে ছানাতিন মাই উজাদ্দিদু লাহা দীনাহা"। এই হাদীসের কথা স্মরণ করে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে, যদি প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আশা একান্ত জরুরী হয়ে থাকে তা হলে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত মসীহ্ মওউদের (আঃ) পর পঞ্চদশ শতাব্দীর শিরোভাগে (অর্থাৎ যা মাত্র তিন বছর পর শুরু হতে যাচ্ছে) কি কোন নুতন মোজাদ্দিদ আসবেন না? এর উত্তরে জেনে রাখা প্রয়োজন যে রসুলে করীমের (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী

কখনও মিথ্যা হতে পারে না। ঠিক তেমনি তাঁর একটি উক্তি অপর কোন উক্তির বিপক্ষেও যেতে পারে না। তাঁর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলার অর্থই হল এইসব বাণীর মধ্যে কোন প্রকার পরস্পর বিরোধিতা নেই। আমাদের কর্তব্য হবে প্রতিটি বাণীর আলোকে প্রকৃত সত্যকে বেছে নেওয়া। উদ্ধৃত হাদীস সমূহে আমরা দেখেছি যে, দ্বিতীয় পর্যায়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নবী করীম (সাঃ) নূতন কোন ব্যবস্থা বা পদ্ধতির উল্লেখ না করে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং বলেছেন যে এই পদ্ধতিই সমগ্র মানব জাতির মধ্যে তাঁর সুন্নত অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে যাবে। যদি সুন্নত অনুযায়ীই কার্য পরিচালিত হয় তা হলে ইসলামে 'বিদআতের' প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে না। আর বিদআত ও বিভ্রান্তির অনুপ্রবেশ না ঘটলে তজদিদ বা সংস্কারেরও কোন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে না। সংস্কারক তো তখনই এসে থাকেন যখন মানুষ সুন্নতকে পরিত্যাগ করে 'বিদআত' বা নব বিধানের আবর্তে পরে বিভ্রান্ত হতে থাকে। তাই আমরা দেখেছি ইসলামের প্রথম রাজা আমীর মাবিয়ার যুগ থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে একই সময়ে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদের আগমণ হয়েছে। তাঁরা কেউই নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। বরং নিজ দেশ ও অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অইসলামী রীতিনীতি সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। একই শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আগমনকারী মোজাদ্দেদের মধ্যে কেহই সমগ্র বিশ্বে সংস্কার কার্য পরিচালনা করেন নি। তাঁদের কর্মক্ষেত্র নিজ নিজ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন আফ্রিকায় আগমনকারী মোজাদ্দিদ ওসমান ফওদী (রঃ)-এর সংবাদ ভারতবাসী এবং ভারতে আগমনকারী মোজাদ্দিদ আলফে ছানীর (রাঃ) খরব আফ্রিকার মুসলমানরা সেকালে কোন অবস্থাতেই জানতে পারে নি। অপর দিকে খলিফার পদপর্যাদা হল আন্তর্জাতিক। একই সময়ে ইসলামে কখনও একাধিক খলিফা থাকতে পারে না (অথচ একাধিক মোজাদ্দিদ থাকতে পারেন এবং ছিলেন ও)। খলিফাকে বলা হয় আমীরুল মিনীন। বিশ্বের সকল মোমেনের তিনি একচ্ছত্র নেতা। খলিফার কাজ হল, "ওয়ালা ইউমাক্কিনান্নালাহুম দীনাহুমুল্লাজির্ তাজালাহুম" (সুরা নূর)। অর্থাৎ খলিফার কর্ম হল ইসলাম ধর্মকে সদা সজীব ও ত্রুটিমুক্ত রাখা। অতএব ইসলামের সজীব অবস্থায় কোন প্রকার সংস্কারেরই প্রয়োজন থাকতে পারে না। খলিফার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, 'শরিয়ত' অনুযায়ী খলিফা এমন একজন নেতা, যাঁর উপর আর কোন ইমাম হতে পারে না (আকরাবুল মোয়ারেদ)। ব্যক্তির কর্মের ফল কোন কোন সময় যদি কোন প্রকার

বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তাহলে যুগের হাজের ইমাম খলিফাই তা মীমাংসা করবেন। খলিফার বিদ্যমানতায় প্রতি শতাব্দীতে ইসলামের উপর যে সব আপত্তি উত্থাপিত হবে এবং ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা আভ্যন্তরীণ যে সব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে খলিফায়ে ওয়াক্তই তার যোগ্যতম মীমাংসা ও যথাযথ সংস্কার সাধন করবেন। আমাদের বর্ত্তমান খলিফা (আইঃ) তাঁর কানাডা সফর কালে এ বিষয়ে আলোকপাত করে এক বক্তৃতা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) শতাব্দীর মোজদ্দেদের সিলসিলাকে সমাপ্ত করে হাজার বছরের জন্য মোজাদ্দিদ হয়ে এসেছেন। তাঁর বাণী ও লেখনীর আলোকে তাঁর প্রতিনিধি খলিফগণ যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। আর এইসব ব্যাখ্যা-কারীর মধ্যে তিনিও একজন" (বদর, ২রা ডিসেম্বর ১৯৭৬)। তিনি অন্যত্র প্রায় অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন (বদর, ২১শে জুলাই ১৯৭৪)। হুজুর (আইঃ) এই বক্তব্য স্বয়ং মসীহে মওউদের (আঃ) বাণীর আলোকেই যথা সময়ে উপস্থাপন করেছেন। মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেন "এই ইমাম যিনি আল্লাহ কর্তৃক মসীহ মওউদ নামে আখ্যাত, তিনি যেমন এক দিকে যুগের মোজাদ্দিদ, তেমনি 'আলফে আখের' বা পরবর্তী হাজার বছরেরও মোজা-দ্দিদ" (লেকচার শিয়ালকোট)। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অন্যত্র খিলাফতের সিলসিলাকে দ্বিতীয় কুদরত আখ্যা দিয়ে তার স্থিতিকাল কিয়ামত পর্যন্ত বলে বর্ণনা করেছেন। (আল ওসিয়ত)। অতএব, মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের সিলসিলা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অপর কোন মোজাদ্দিদ আসতে পারেন না। তাই ইমাম সাইয়ুতী (রাঃ) বলেন, "ওয়া বাদাহু লাম ইয়াবকা মিন মুজাদ্দিদিন" (হুজাজুল কেরামা) অর্থাৎ "ইমাম মাহদীর পর আর কোন মোজাদ্দিদ বাকী নেই।" উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম জালালুদ্দীন সাইয়ুতী (রঃ) তাঁর নিজ যুগের মোজাদ্দিদ ছিলেন। এখানে এও উল্লেখ যোগ্য যে, খলিফার পদমর্যাদা মোজাদ্দিদের পদমর্যাদার অনেক উর্দ্ধে। যেমন বিগত তের শতাব্দীর মোজাদ্দিদগণকে আমরা কখনও খোলাফায়ে রাশেদার সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করি না। অতএব, খলিফার ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আন্তর্জাতিক নেতার বিদ্যমানতায় অপর কোন ক্ষুদ্র এবং আঞ্চলিক নেতার পৃথক নেতৃত্বের প্রশ্নই উঠতে পারে না। সকল শেষে হযরত মোসলেহ মওউদের (রাঃ) একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেছেন, "খলিফা স্বয়ং মোজাদ্দিদ থেকে বড় হয়ে থাকেন এবং তাঁর কজই শরিয়তের বিধানকে প্রয়োগ করা এবং ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অতএব, তাঁর বিদ্যমানতায় মোজাদ্দিদ কি করে আসতে পারেন?" (আল ফজল, ১৮ই এপ্রিল ১৯৪৭ ইং)

মাহদীর মসজিদ

[ঢাকায় জামাত আহমদীয়ার নির্মিয়মান কেন্দ্রীয় দ্বিতল মসজিদকে
উপলক্ষ করিয়া কবিতাটি লিখিত।]

১। মানব মহা মরুর 'পরে বানাও খোদার ঘর
ইব্রাহিম ও ইসমায়িলের মত
আল্লাহু আক্‌বার আজান-ধ্বনি জাগবে ভয়ঙ্কর
নাস্তিকতার দৈত্য হবে হত।

২। আজও হের শাহী মসজিদ মুসলিম সভ্যতার
নামাজীগণ সবার অবহেলা
তৌহিদ বুকে হানছে আঘাত ইজম্ অবতার
করডোবাতে ত্রিত্ববাদের মেলা।

৩। মসজিদের পথ হারিয়ে দেখ দ্বীনের মুসলমান
মাজারেতে খোঁজিছে তক্‌দীর!
পাশ্চাত্যের আলোক প্রভায় রঙ্গীণ নওজোয়ান
অধিকৃত শৃগালী তদ্‌বীর।

৪। শেরেক বেদাআত শূণ্য হবে এবাদতের ঘর
সেই পবিত্র মসজিদে-নববী
দ্বীন মুর্দ্দার প্রাণ জাগাতে আসছে 'পয়াম্বর'
মসজিদ মাহ্‌দীর তারই ছবি।

৫। 'কলিজার' ইটে সাজাও মসজিদ তৌহিদ—আলোক প্রভা
অর্থশালীর অর্থ বর্ত্তে নয়
'সালাত' হবে প্রতিষ্ঠিত—ফেরেস্তাদের সভা
অর্থ-ত্যাগে ভয়ের পরাজয়।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল ঃ হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২০)

প্রতিশ্রুত যুগের আরো কতকগুলো নিদর্শন ঃ

হাদীস অনুযায়ী প্রতিশ্রুত যুগের আরো একটি নিদর্শন হলো সারা দুনিয়া ব্যাপী রাজনৈতিক শক্তিরূপে শ্রমিক মজুর দের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি লাভ। শ্রমিক ও মজুরদের সম্বন্ধে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে তা হলো "বস্ত্রহীন, উলঙ্গ" অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান যামানায় শাসন-ক্ষমতার প্রশ্নে প্রতিনিধিত্বমুলক ব্যবস্থার ক্রমঃবিবর্তন এবং দরিদ্র তথা প্রলেটারিয়েট কর্তৃক শাসন-ক্ষমতা দখল উক্ত ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ করেছে। দুনিয়ার যারা শাসক অথবা বাদশাহ তারাও এখন শ্রমিক নেতাদেরকে খুবই ভয় পায়। কোন কোন দেশে তো শ্রমিক নেতারাই প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীরূপে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য দেশেও তারা প্রভূত প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

আর একটি নিদর্শন হলো প্রতিশ্রুত যুগে বুরোক্রাসী তথা আমলাতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার হওয়ার কথা। হাদীসে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে শাসকদের কাজ-কর্মে সহকারী কর্মকর্তাদের পরিমাণ ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। পূর্বে কখনও এখনকার মত প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে এত বেশী ডিপার্টমেণ্ট এবং ডিভিশন করা হতো না এবং এত বেশী কর্মকর্তা এবং সহকারীও থাকতো না। প্রশাসন সংস্থাগুলো যেমন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সংখ্যার দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনিভাবে সহকারী ও সহযোগী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যাও গেছে বেড়ে। এই তালিকায় রয়েছে পুলিশ বিভাগ, জন-স্বাস্থ্য, গণপূর্ত, যোগাযোগ, সেচ, আবগারী, অর্থ-সম্পদ, হিসাব পরীক্ষা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলো হলো সরকারী এক একটি ডিপার্টমেণ্ট, আর প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের অধীনে রয়েছে নানা ব্রাঞ্চ এবং শাখা। এগুলোর জন্য রয়েছে সেক্রেটারী, অধীনস্থ আরো বহু অফিসার, সহকারী কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ষ্টাফ।

এখানে আর একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইন ভঙ্গের শাস্তি সংক্রান্ত ইসলামী বিধান সম্বন্ধেও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত দেশে। তুরস্ক, ইরান, মিশর, প্রভৃতি দেশে "চুরির অপরাধে হাত কাটা" এবং ব্যভিচারের "অপরাধে প্রস্তর নিক্ষেপে প্রাণ-দণ্ড" এই জাতীয়

ইসলামী বিধান অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কোন কোন মুসলিম দেশ এই সব ইসলামী আইন বর্জন করেছে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সন্ধি চুক্তির শর্তানুসারে। কেউ এ কথা ভাবতেও পারে নাই যে, ইসলামের এই শাস্তি-বিধান এমনভাবে পরিবর্জিত হবে এবং কোন ইসলামী সরকার এগুলো প্রচলিত রাখতে চাইলেও ভিতরের অথবা বাহিরের কোন কারণে তা করতে সমর্থ হবে না।

ভূমিকম্পের নিদর্শন :

এখন আমরা মহা-জাগতিক (Cosmic) নিদর্শনের দু'একটি বিষয়ে, যেমন ভূমিকম্প এবং সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ করবো।

হোযাইফা বিন আল-ইয়ামান (রা:)-এর মতানুসারে হযরত রসুল করীম (সা:) প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র যুগের বর্ণনা দিতে গিযে বলেছেন :

—"যখন এই নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হবে, তখন তোমরা কতকগুলো মহা দুর্বিপাক সম্পর্কে প্রস্তুত থাকবে।"

হাদীসে এই সমস্ত ঘটনাকে "খাসফ" বলে অভিহিত করা হয়েছে—যার অর্থ হলো ভূমিকম্প-জনিত জলোচ্ছাস ও প্লাবন। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র বিশেষ নিদর্শন হলো এই ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতা এবং সংখ্যা বৃদ্ধি। বিগত ৬০ হতে ৮০ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল ভূমিকম্প অধিকতর মাত্রায় এবং প্রচণ্ডতায় সংঘটিত হয়েছে তার সঙ্গে ইতিপুর্বের ৩০০ বছরের ভূমিকম্পের কোন তুলনাই হয় না। বিগত বছরগুলোতে ভূমিকম্পের ফলে অনেক বেশী ক্ষয়-ক্ষতি এবং প্রাণহানী হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে—যার দ্বারা এই নিদর্শনের পূর্ণতা সন্দেহাতীত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সূর্য-গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ সংক্রান্ত নিদর্শন :

গ্রহণ সংক্রান্ত নিদর্শন দুটিকে সম্ভবত: প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ:)-এর যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে। 'দার কুতনী' শীর্ষক হাদীস গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে :

ان لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض ينكسف القمر
لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس للنصف منه - (دار قطنى ص-١٨٨)

অর্থ :—মোহাম্মদ বিন আলী হইতে বর্ণিত যে, হযরত রসুল করীম (সা:) বলিয়াছেন আমাদের মাহদীর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন থাকিবে যে দুইটি নিদর্শন তাঁহার পূর্বে কখনই প্রকাশিত হয় নাই অথবা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি হওয়া অবধি এইরূপ হয় নাই। একটি

নিদর্শন হইল—রমজান মাসের প্রথমে চন্দ্রগ্রহণ হইবে এবং দ্বিতীয় নিদর্শন হইল এই যে, রমজান মাসের মাঝামাঝি দিনে সূর্য-গ্রহণ হইবে। এই নিদর্শন দুইটি আসমান ও যমীন সৃষ্টি হওয়া অবধি কখনও প্রকাশিত হয় নাই " (দার কুতনী, পৃ-১৮৮)। এই নিদর্শন খুবই স্পষ্ট এবং তুলনাহীন। ইহা পূর্বে কখনই প্রকাশিত হয় নাই—অর্থাৎ শুধুমাত্র মাহদীর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সুন্নী এবং শিয়া উভয় সম্প্রদায়ই এই নিদর্শন সম্পর্কে একমত। তা ছাড়া এই নিদর্শনের বিশেষত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে যখন আমরা দেখি যে এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআন এবং বাইবেলেও উল্লেখ রয়েছে।

যীশুখৃষ্ট তাঁর দ্বিতীয় আগমনের নিদর্শন বর্ণনা করিতে গিয়ে বলেছেন : 'Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened and the moon shall not give her light." অর্থাৎ "সেই সকল দিনের পরীক্ষা সমূহ অতিক্রান্ত হইবার পর সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে এবং চন্দ্র তাহার আলো দিবে না।" (মথি, ২৪ : ২৯)

পবিত্র কুরআনে মহা-জাগরণের দিবস সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহতা'লা বলেছেন :

وَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ○ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ○ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ○

অর্থ :—ইহা সেই সময়ে হইবে যখন দৃষ্টি ঝলসাইয়া যাইবে এবং চন্দ্র-গ্রহণ হইবে এবং সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণ সংযুক্ত হইবে।" (আল-কুরআন ৭৫ : ৭-১০)।

উপরিল্লিখিত সংযোজন বলতে একই মাসে অর্থাৎ রমজানে অনুষ্ঠিতব্য দুটি গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে যা'র উল্লেখ উপরোক্ত হাদীসে রয়েছে।

সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণ সংক্রান্ত এই নিদর্শন দুটি ১৩১১ হিজরী সন মোতাবেক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ হয়েছে। ঐ বছরের রমজান মাসে চন্দ্র-গ্রহণ হয়েছে চন্দ্র-গ্রহণের রাতগুলির (অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫-এর) প্রথম রাতে অর্থাৎ ১৩ই রমজানে এবং অন্যদিকে সূর্যগ্রহণের তিন দিনের (অর্থাৎ ২৭, ২৮ ও ২৯-এর) মধ্যম তারিখে অর্থাৎ ২৮শে রমজানে সূর্য-গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে সমসাময়িক সংবাদ-পত্রে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে।

এই সকল নিদর্শনের মধ্যে নানা ধরণের ঘটনার সমাবেশ, নানা প্রকার নৈসর্গিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বর্ণিত রয়েছে। মানবীয় শক্তির অতীত এই সকল ঘটনা ও পরিবর্তন সম্বলিত নিদর্শনের পূর্ণতা দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর যুগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। এই সকল ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়ার মধ্যে মানবীয় শক্তির কোন এখ্‌তিয়ার নাই। প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী সংক্রান্ত এই সকল ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসুল করীম (সাঃ)। প্রতিশ্রুত সেই মহান

যুগ সম্বন্ধে এর চাইতে আরো নিশ্চিত-তর চিহ্ন কোন মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। প্রতিশ্রুত যুগে সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে যদি আপনি তালাশ করতে গিয়ে দেখেন যে, এক ব্যক্তি—হাঁ, কেবল এক ব্যক্তিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর দাবী পেশ করেছেন—তা হলে তিনি নিশ্চয়ই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে বর্ণিত প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। সেই একমাত্র দাবীকারক হলেন হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)।

(*'দাওয়াত ুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ :* মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

আহ্বান

হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

"আমার সত্যতায় শুধু চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ নহে, হাজার হাজার প্রমাণ ও নিদর্শন আছে। একটা যদি বাদ দেওয়া হয় তাহাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা। হায়, তাহারা আমার সহিত শত্রুতা করিয়া শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদীর (সাঃ আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি জোরের সহিত পেশ করিয়া থাকি এবং বলি যে ইহা আমার সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ।

অতএব স্মরণ রাখ, যাঁহার আসিবার ভবিষ্যদ্বাণী থাকে, তাঁহাকে অহিংসাবাদী নিয়ম সমূহের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। এই পন্থায় তাঁহার সত্যতা জানা যায়। যেহেতু উদাহরণ ব্যতীত মানব-বুদ্ধি কোন বিষয়ে সম্যক ধারণা করিতে পারে না, তজ্জন্য তাঁহার সপেক্ষ বুদ্ধির বিষয়ভূত উদাহরণও থাকে সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, খোদা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কাহারও যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সে আমার সামনে আসিয়া নবীগণকে পরীক্ষা করিবার যে নিয়ম আছে, তদনুযায়ী আমার সত্য হওয়ার প্রমাণ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুক। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে পলায়ন করিব। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আল্লাহ্তায়ালা উনিস বৎসর (বর্তমান সময় হইতে ৯২ বৎসর —প্রকাশক) পূর্বে আমাকে বলিয়াছেন : ينصرك الله في مواطن

—"সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করিবেন।"

অতএব, নবী ও রসুলদিগকে যে ভাবে পরীক্ষা করা হইত, আমাকে সেইভাবে পরীক্ষা কর। আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, এই প্রণালীতে পরীক্ষা করিলে আমাকে সত্যবাদী পাইবে। আমি সংক্ষেপে এই সকল কথা বলিলাম। চিন্তা করিয়া দেখ। খোদাতায়ালার নিকট দোয়া করিতে থাক। তিনি শক্তিমান, তিনি পথ দেখাইয়া দিবেন। তাঁহার সাহায্য সত্যবাদীগণই পাইয়া থাকেন।" ('ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আহ্বান,' পৃঃ ৫৭-৫৮)

সংবাদ

জামাত আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় সালানা জলসা

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

জামাত আহমদীয়া ৮৬তম আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা, ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ তারিখে জামাত আহমদীয়ার হেডকোয়ার্টার রাবওয়ায় (পশ্চিম পঞ্জাব, পাকিস্তান) অনুষ্ঠিত হইবে। তেমনিভাবে উক্ত সালানা জলসা কাদিয়ানে (পূর্ব পাঞ্জাব, ভারত) ১৮, ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর তারিখ অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাআল্লাহ্‌।

উক্ত পবিত্র রুহানী জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর রাবওয়ায় দেশ-বিদেশ, দূরদূরান্ত হইতে দেড় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ২৫শে নভেম্বর, রাবওয়ার জামে-মসজিদ আকসায় প্রদত্ত জুমার খোৎবায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ (আইঃ) বিশ্বের সকল আহ্‌মদীকে উক্ত সালানা জলসায় অধিকতর সংখ্যায় যোগদান করিতে এবং উহার পূর্ণ সাফল্যের জন্য খাসভাবে দোওয়া করিতে বলিয়াছেন। পরিশেষে হুজুর বলেন : "জলসায় যোগদানকারী মেহমান ও মেজবান উভয়েই সহাস্য বদনে প্রফুল্লচিত্তে জলসার এই পবিত্র দিনগুলি অতিবাহিত করা উচিত। আমাদের হাসি ও আনন্দের উৎস কোন পার্থিব হেতু ও উপকরণাবলী নয়—সেগুলি তো ক্ষণস্থায়ী, বরং উহার উৎস হইল খোদাতায়ালার সেই সকল শুভ-সংবাদ, যাহা তিনি এই জামানায় ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে দান করিয়াছেন সেইজন্য আমাদের আনন্দ ও প্রফুল্লতাকে কেহ হরণ করিতে পারে না।" হুজুর আরও বলেন : "আমাদের কোন কাজ বা পরিকল্পনাই খোদাতায়ালার সাহায্য ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। সেইজন্য সব চাইতে জরুরী বিষয় এই যে, ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ জলসার কামিয়াবীর জন্য দোওয়ায় সবিশেষ আত্মনিয়োগ করুন।"

(আল-ফজল, ২৬শে নভেম্বর ১৯৭৭ ইং)

ইংলণ্ডের জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে ইংলণ্ডের জামাত আহমদীয়ার ১৩তম সালানা জলসা ৩০ ও ৩১শে জুলাই ১৯৭৭ইং লণ্ডনের ওহেম্প্‌টন পার্কের খোলামেলা ময়দানে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত লণ্ডন সহ ১৮টি শাখা-জামাত ছাড়া অন্যান্য দেশ হইতে আগত বিপুল সংখ্যক মুসলিম ও অমুসলিম এই মহতি জলসায় যোগদান করেন। উক্ত জলসার উদ্দেশ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম বহন করিয়া ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ, প্রধানমন্ত্রী মিঃ কালাহন, কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান মিসেস মারগেরেট থেচার, এবং আমেরিকার জামাত আহমদীয়ার মোবাল্লেগ

ইনচার্জ মৌঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক শাহেদের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত মূল্যবান পয়গাম জলসায় পাঠ করিয়া শুনানো হয়। ওকীলে-আ'লা ও ওকীলুত-তবশীর (বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার সংস্থার) প্রধান মোহতারম সাহেবজাদা মীর্যা মোবারক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জলসার প্রথম অধিবেশনে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন ইমাম লণ্ডন মস্ক্ মুকাররম বশীর আহমদ রফিক, মিঃ হগ জেকিন্স্, এম. পি, ওয়াণ্ডাস্ওর্থের ডেপুটি মেয়র অল্ডম্যান, রোটারী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মিঃ লরী উডস্ এবং জনাব সরদার প্রীতম শিং, এস, কিউ। এতদ্ব্যতীত জলসায় হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান এবং পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল জনাব জাফর আহমদ চৌধুরীও বক্তৃতা প্রদান করেন।

শোক সংবাদ

১) নারায়নগঞ্জ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মুনসি আবদুল খালেক সাহেবের একমাত্র পুত্র নিছার আহমদ সাহেবের স্ত্রী গ্যাসষ্টিক রোগে আক্রান্ত হইয়া ২৮-১১-৭৭ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্র ১২—৪০ মিনিটের সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। "ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন"। মরহুমা দুই কন্যা এবং তিন পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল মাত্র ৩২। বৎসর বন্ধুগণ মরহুমার রুহের মাগফেরাত এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

২) নোয়াখালী জিলার কামালপুর গ্রামের প্রবীন আহমদী জনাব রহমত উল্যা সাহেবের মাতা মোসাঃ মাফেজা খাতুন গত ৭-১২-৭৭ বুধবার প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাহার আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

(৩) চরসিন্দুর (জিলা ঢাকা)-এর ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুদ্দীন সাহেবের জামাতা আব্দুল আওয়াল সাহেব ১৪ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। মরহুম একটি পুত্র ও একটি কন্যা এবং স্ত্রী রাখিয়া যান। মরহুমের রুহের মাগফেরাতের জন্য ভ্রাত-ভগ্নিগণ খাসভাবে দোওয়া করিবেন। আল্লাহ্তায়ালা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্য্য ধারণের তওফিক দিন এবং সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন।

তাল্লুকপাড়া আঞ্জুমন প্রতিষ্ঠিত

তাল্লুকপাড়া (কুমিল্লা) আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর সাহেবের ওক্ফকৃত জায়গায় তাঁহার অর্থব্যয়ে একটি গৃহ নির্মিত হয়। মৌঃ মাহমুদ আহমদ, সদর মুরুব্বী ও ডঃ আব্দুল আজিজ সাহেব তথায় জুমার নামাজ পাড়িয়া উক্ত আঞ্জুমানের উন্নতির জন্য দোওয়া করেন।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন যোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে:

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কেন সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar